ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন ও আধুনিক শিক্ষায় তাঁর প্রভাব

কাজের সংক্ষিপ্তসার

গবেষণা পত্রটি পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য শিক্ষাতত্ব বিভাগে উপস্থাপন করা হল

গবেষক

আশিক ইকবাল হোসেন

শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যারাকপুর, কলকাতা- ৭০০১২১

পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

২০২৫

ভূমিকা :

ভারতমায়ের কোলে সর্বত্রই বীর সন্তানের জন্ম হয়েছে। উনবিংশ শতকে কলকাতা শহরে জন্ম নিয়েছিলেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, যিনি পরবর্তীতে ঋষি ও শ্রী অরবিন্দ নামে পরিচিত লাভ করেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় খ্যাতি অর্জন করেন এবং যৌবনে নিজের দেশের প্রতি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ২১ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন এবং দেশের করুণ দুর্দশার চিত্রকে খুব সহজে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের জাতীয়তাবাদকে তীব্রভাবে বাড়িয়ে তোলেন এবং স্বদেশীকতাকে সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। শ্রী অরবিন্দ ব্রিটিশ আইনের চোখে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য অপরাধী হন এবং তাঁকে এই অপরাধের জন্য এক বছর কারাদণ্ডে জীবন কাটাতে হয়েছিল। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি জীবনের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ শেষ অধ্যায় শুরু করেন পণ্ডিচেরীতে। পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক অঞ্চল ছিল এই পণ্ডিচেরী, যেখানে ঋষি অরবিন্দ গভীর যোগ সাধনায় মগ্ন হয়ে ভাববাদী মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেছিলেন এবং লেখালেখি শুরু করেছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর ঋষি রূপ, যা পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বজুড়ে যোগী, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, কবি, স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে পরিচিত লাভ করেছিলেন। গবেষক সেই জন্য তার গবেষণার মধ্যে ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন আধুনিক শিক্ষাকে কতটা প্রভাবিত করেছে, সেই বিষয় সমূহকে নিয়ে গবেষণা করতে চেয়েছেন।

ভারতীয় দার্শনিক তথা ঋষি অরবিন্দ ছিলেন বিংশ শতকের অন্যতম একজন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। তিনি ১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, যিনি দেশে ও দেশের বাইরে Dr: K.D. Ghosh নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র শ্রী অরবিন্দকে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য মাত্র ৭ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন। ঋষি অরবিন্দ ইংল্যান্ডের অধ্যাপক ড্রয়েট সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য ভাষা, ল্যাটিন ভাষা ও ইংরেজি শিখতে শুরু করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে শ্রী অরবিন্দ ইংল্যান্ডের নামকরা 'সেন্ট পলস্' স্কুলে পঠন পাঠন শুরু করেছিলেন। ১৮৯০ সালে ঋষি অরবিন্দ 'কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের' অধিনস্থ Kings College-এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি দুই বছর পঠন পাঠনের পর পিতার ইচ্ছায় সিভিল সার্ভিসের জন্য পড়াশোনায় যোগ দিয়েছিলেন। শ্রী অরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু তিনি সেই চাকরি

করতে ইচ্ছুক হননি। তিনি দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ইংল্যান্ডে থাকার পর দেশে ফিরে আসেন ও বরোদাতে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি চাকরির পাশাপাশি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পথকে প্রসস্থ করার জন্য স্বদেশীকতার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি জীবনের শেষ চল্লিশ বছর পণ্ডিচেরীতে নিয়মিত ভাবে লেখনিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি পণ্ডিচেরীতে শিক্ষার্থীর জন্য একটি 'আশ্রম স্কুল' স্থাপন করেন, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে পাঠের সুযোগ লাভের পথ দেখিয়েছিলেন। এই 'আশ্রম স্কুল' বর্তমানে 'শ্রী অরবিন্দ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল' রূপে সমগ্র বিশ্বজুড়ে পরিচিত। গবেষক শ্রী অরবিন্দের দর্শন চিন্তার দিক ব্যাখ্যার সাথে সাথে তাঁর জীবন দর্শন কথাটিকে গভীর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ তিনি শুধু একজন দার্শনিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতমায়ের একজন দার্শনিক, যোগী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী। তাই তাঁর জীবনদর্শনে এক বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে।

সংক্ষিপ্ত জীবন :

ঋষি অরবিন্দ জন্মসূত্রে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মলাভ করেন। তিনি খুব অল্প বয়সে পরিবারের ইচ্ছায় পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে চলে যান, সেখানে তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর খ্যাতির সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন মাত্র একুশ বছর বয়সে। তিনি দীর্ঘ সময় বিদেশে শিক্ষা লাভ করার পরেও দেশমাতার করুণ অবস্থা দূরীকরণের জন্য গভীর সধানায় মগ্ন হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি অর্জন করেছিলেন ভাববাদী দার্শনিক চিন্তাভাবনা ও দেশের স্বাধীনতা লাভের বাণী। গবেষক তাঁর জীবন চিত্রে সেই সব বিষয়কে এখানে আলোকপাত করেছেন।

দার্শনিক চিন্তা ভাবনা :

ঋষি অরবিন্দের দার্শনিক প্রেক্ষিতের মধ্যে যে সমাজদর্শনের চিন্তার দিক, মনস্তত্ত্বগতদিক এবং সর্বোপরি তাঁর ভাববাদী দর্শনের চিন্তাধারাকে গবেষক যথাযথ বর্ণনা করেছেন, কারণ তিনি সমগ্র জীবন ধরে আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে দিয়ে জীবনের গভীর সাধনা করে গেছেন। এছাড়াও তাঁর দার্শনিক চিন্তার মধ্যে সৌন্দর্য দর্শন, প্রকৃততত্ত্ব, জগৎ চিন্তার বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। তিনি যে সমস্ত দিক দিয়ে জগৎ মুক্তির কথা বলেছেন, তার

জন্য তিনি তাঁর দর্শনে সর্বাপেক্ষা অতিমানস ও যোগকে (Yoga) বিশেষভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি যোগ বলতে কর্মযোগ ও রাজযোগকে নিয়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যার যে কথা বলেছেন, গবেষক সে সম্পর্কিত দিক নিয়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন এই গবেষণা পত্রে।

ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন :

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতমায়ের যেসকল বীর সন্তানের জন্ম নিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম একজন হলেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। তিনি ভারত তথা বিশ্বের জন মানসের মুক্তির জন্য দার্শনিক চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে এক আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এক কথায় তাঁর শিক্ষা দর্শন হল- জীবন দর্শনের একটি বিশেষ অংশ। তিনি মানবজাতির মুক্তির জন্য শিক্ষাকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা দর্শন আজও ভারতবর্ষ ও এশিয়া মহাদেশের বেশ কিছু দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে চলেছে। কারণ তাঁর শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল মানব জাতির পূর্ণ লক্ষ্যের বিকাশ ঘটানো, আধ্যাত্মিক চিন্তা ধারার প্রতি বিশ্বাস ঘটানো এবং মোক্ষ লাভের প্রতি জোর দেওয়া। কাজেই তাঁর শিক্ষা দর্শন শিক্ষার্থী তথা ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশে যথাযথ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য :

গবেষক তার গবেষণা কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উদ্দেশ্য রেখেছেন, যথা-

- ঋষি অরবিন্দের জীবনী পর্যালোচনা করা।
- ঋষি অরবিন্দের দার্শনিক চিন্তা ভাবনার দিক পর্যালোচনা করা
- ঋষি অরবিন্দের শিক্ষাগত চিন্তার দিক আলোচনা করা।
- ঋষি অরবিন্দের সমন্বয়ী শিক্ষার দিক পর্যালোচনা করা।
- বর্তমান শিক্ষায় ঋষি অরবিন্দের শিক্ষাদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা।

গবেষণার প্রশ্নকরণ :

গবেষক তার গবেষণা কাজের জন্য কতগুলি প্রশ্নকরণের দিক রেখেছেন- যথা

- ঋষি অরবিন্দের জীবনীর মধ্যে কোন দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে তা পর্যালোচনা করা?
- ঋষি অরবিন্দের দার্শনিক চিন্তা ভাবনার দিক গুলি কি তা পর্যালোচনা করা?

- ঋষি অরবিন্দের শিক্ষাগত চিন্তার মূলমর্ম কি রয়েছে তা আলোচনা করা?
- ঋষি অরবিন্দের সমন্বয়ী শিক্ষাধারার মধ্যে কোন দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে তা পর্যালোচনা করা?
- বর্তমান শিক্ষায় ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা কোন দিকগুলির উপর তা আলোচনা করা?

বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা :

ঋষি অরবিন্দের নিজস্ব দর্শনচিন্তা ও তাঁর শিক্ষা দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল শিক্ষামূলক চিন্তার দিক স্বাধীন ভারতবর্ষে এখনো প্রকাশ পাচ্ছে, সেগুলিকে এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করায় হল গবেষকের অন্যতম কাজ। ঋষি অরবিন্দ ছিলেন মূলত একজন ভারতীয় ঋষি ও দার্শনিক। তাঁর দর্শন মূলত আধ্যত্মিকতাবাদ ও ভাববাদে পূর্ণতারূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহগুলি প্রাচীন ভারতীয় বেদ ও উপনিষদের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। তিনি ভারতবর্ষের সকল শিক্ষার্থীর জন্য আদর্শ শিক্ষাদানের কথা ভেবে পণ্ডিচেরীতে এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, যার শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মানব মুক্তির শিক্ষার পথ এখনো চলেছে।

শ্রী অরবিন্দ সমগ্র জীবন ধরে পৃথিবী বাসীর জন্য যেসব মূল্যবান বা দুঃসাধ্য কাজ করেছিলেন, সেগুলিকে গবেষক তার এই গবেষণার মূল বিষয়ের রূপে তুলে ধরেছেন। কারণ তিনি তাঁর দর্শনের মধ্যে মোক্ষ লাভের কথা, উপনিষদের বাণী, বিবর্তন, ভাববাদী দার্শনিক ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা আজকের শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ, বেদান্তর বিষয় পাঠ, অভিযোজন ঘটানো প্রভৃতির সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গবেষণার সারসংক্ষেপ :

গবেষকের এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা এবং তার ভিত্তিতে বর্তমান শিক্ষায় পূর্ণতারূপে তাঁর প্রভাবকে চিহ্নিতকরণ করা। গবেষক তার গবেষণা কাজের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলিকে তিনি তার গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিম্নে আলোকপাত করেছেন। যেমন -

--উদ্দেশ্য – ১ : ঋষি অরবিন্দের জীবনী পর্যালোচনা করা -

ভারতীয় তথা বিশ্বের অন্যতম একজন শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, ঋষি রূপে খ্যাত ঋষি অরবিন্দ ছিলেন অন্যতম। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং শায়ত্বশাসন ও স্বদেশিকতার শিক্ষার কথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি ভাববাদী শিক্ষাবিদ রূপে পরিচিত সমগ্র বিশ্বজুড়ে, তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বাগ্রে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, ইন্দ্রিয় বিকাশ ঘটানো। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্ণতার লক্ষ্যে সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারবে। তিনি সর্বত্র শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন, যার জন্য আজকের ভারতবর্ষের সকল শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রথম তার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়ে চলেছে। তিনি শিক্ষককে শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহায়ক হতে বলেছেন, যা আজকের দিনের শিক্ষার্থীর বিকাশে অপরিহার্য। গবেষক দেখেছেন ঋষি অরবিন্দ শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে একেবারে সহজ সরলময় করে তোলার জন্য যে দিক গুলিকে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেগুলি আজকের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ কে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে।

উদ্দেশ্য - ২ : ঋষি অরবিন্দের দার্শনিক চিন্তা ভাবনার দিক পর্যালোচনা করা -

গবেষক ঋষি অরবিন্দের দার্শনিক চিন্তাভাবনার দিক সমূহ নিয়ে তার গবেষণার বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করেছেন। এখানে ঋষি অরবিন্দের মতে সমাজ দর্শন, জীবন দর্শন, বেদান্ত দর্শন, সংখ্যাদর্শন চিন্তা, ভাববাদ দর্শন, সৌন্দর্য্য দর্শন চিন্তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং তাঁর দর্শনের মধ্যে দিয়ে অতিমানস চিন্তাভাবনা, যোগ, দিব্যজীবনের বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। তাঁর দিব্যজীবন ও যোগচিন্তাভাবনা ব্যক্তি মানসের পূর্ণসত্ত্বার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে থাকে বলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাছাড়াও তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনায় আধ্যাত্মিকতাবাদ, ঈশ্বর উপলব্ধির দিকটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দর্শন চিন্তার অন্যতম একটি বিষয় হল মানবতার ধর্ম গঠন, যা আজকের পৃথিবীবাসীর কাছে অত্যান্ত একটি চাহিদামূলক বিষয় হয়ে ওঠেছে। তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে ভগবতের চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। ঋষি অরবিন্দের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে দিয়ে গবেষক মানবকর্মের আদর্শ ও দিব্যকর্মের ধারাকে বিশেষভাবে এ জগতে প্রকাশ করেছেন।

উদ্দেশ্য – ৩ : ঋষি অরবিন্দের শিক্ষাগত চিন্তার দিক আলোচনা করা -

গবেষক তার গবেষণা পত্রে ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনের বর্তমান বিষয় প্রাসঙ্গিকতার দিক প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন ছিল দর্শনচিন্তার প্রকৃত ফসল। তিনি এদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তির প্রতি গভীর জোর দিয়েছিলেন ও পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন স্বদেশীকতার শিক্ষাকে। আজকের স্বাধীন ভারতের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে উঠতে তাঁর অবদান সর্বাগ্রে স্বক্ষমতা লাভ করেছে। তিনি তাঁর শিক্ষা দর্শনের সমন্বয়ী বা ইন্ট্রিগাল এডুকেশনের কথা বলেছেন, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বময় হয়ে ওঠেছে। বর্তমান ভারতবর্ষ জুড়ে এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP- 2020) চালু হয়েছে, সেখানে মূলত শিক্ষার সরলীকরণ, Drop out কমানো, মূল্যবোধের শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষার, গবেষণা ধর্মী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। সেই সব শিক্ষাগত দিক প্রায় আজ থেকে ৭০ বছর পূর্বে শ্রী অরবিন্দ তাঁর শিক্ষা দর্শনের বর্ণনা করে গেছেন। তিনি তাঁর The Life Divine গ্রন্থে, The Synthesis of Yoga গ্রন্থে এইসব বিষয়ে একাধিকবার ব্যাখ্যা করেছেন।

উদ্দেশ্য – ৪ : ঋষি অরবিন্দের সমন্বয়ী শিক্ষার দিক পর্যালোচনা করা -

ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনের মধ্যে সমন্বয়ী শিক্ষাচিন্তা ধারা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় রূপে প্রকাশ পেয়েছে, কারণ এখানে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, মানসিকতা, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর শিক্ষা দর্শনের এই দিকটি বাস্তবময় রূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র পণ্ডিচেরী আশ্রম স্কুলে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে আজকের দিনে বিশ্ব মৈত্রী স্থাপনের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে চলেছে। শ্রী অরবিন্দ চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীকে সেই শিক্ষা দিতে হবে, যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান ধারণার আদর্শ মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হয়ে উঠবে। তিনি মনে করেছিলেন এই বিশ্ববাসীর পূর্ণ মুক্তির জন্য তাঁদের প্রত্যেককে দর্শনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তিনি আর বলেন এই জগতে মানুষের মধ্যে যতদিন দার্শনিক জ্ঞান অবস্থা করবে তাঁদের মধ্যে পূর্ণ মানবতার ধারা বজায় থাকবে।

উদ্দেশ্য – ৫ : বর্তমান শিক্ষায় ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা -

শ্রী অরবিন্দের জীবন দশায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিচেরী আশ্রম দ্রুততার সাথে খ্যাতি অর্জন করলেও শ্রীমার সহায়তার তাঁর দেহত্যাগের পর সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রবাহিত হয়ে উঠেছিল। আজকের প্রগতিশীল শিক্ষাধারা এই আশ্রম বিশেষ খ্যাতির সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। এই পণ্ডিচেরী আশ্রম পরবর্তীকালে 'শ্রী অরবিন্দের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ এডুকেশন' রূপে পরিচিত। এখানে শুধু দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিদ্যমান নয়, এখানে বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক রয়েছে। এই সব দিক থেকে গবেষক বলতে চেয়েছেন আজকের দিনেও এই আশ্রম বিদ্যালয় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

আজকে দিনে ভারতবর্ষে যে জাতীয় শিক্ষা নীতির কথা বলা হয়েছে, সেখানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যবোধের শিক্ষার কথাকে অত্যান্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ভারতীয় শিক্ষার এই দিকটিকে কেন্দ্র করে গবেষক বলতে চেয়েছেন যে, এই মূল্যবোধের শিক্ষার ধারণা মূলত ঋষি অরবিন্দের মূল্যবোধের শিক্ষার অন্যতম একটি দিক। তাছাড়াও বি.এড এম.এড অন্যান্য ডিগ্রী কোর্সে শ্রী অরবিন্দকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাঠক্রমে রাখা হয়েছে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাতত্ব বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন পঠন পাঠন করানো হয়।

উপসংহার :

গবেষক তার গবেষণা কাজের জন্য তিনি মূলত পাঁচটি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গবেষণা সামগ্রিক কাজকে সুসম্পন্ন করেছেন। তিনি প্রতিটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে তাঁর গবেষণার কাজটিকে একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন, যা গবেষক গবেষণার মান অনেক বেশি গুণমান ও কার্যকরী সুসম্পন্ন হয়ে উঠেবে বলে মনে করেছেন। গবেষক চেয়েছেন ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার বিকাশের দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি শ্রী অরবিন্দের দর্শনকে ও শিক্ষা দর্শনকে পর্যালোচনা করি তাহলে শুধু ভারতবর্ষের শিক্ষার মানই নয় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শিক্ষার একটি গুনগত মান বজায় থাকবে।

গবেষক তাঁর এই গবেষণা পত্রের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন বর্তমান ভারতবর্ষ ও জুড়ে তার শিক্ষা দর্শন এখনো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেছে। তার প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিচেরী আশ্রম ও তার দার্শনিক ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শ্রীমা অরোভিলে যে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে তা সমগ্র বিশ্ববাসী কাজে অত্যান্ত একটি সাধনার জায়গা। গবেষক তার এই গবেষণা কাজের জন্য পণ্ডিচেরী আশ্রম ও অরোভিলে পরিদর্শনে গিয়ে দেখেছেন যে,এখন ভারতবর্ষ তথা ভারতবর্ষের বাইরে শিক্ষার্থীরা এই আশ্রম স্কুলে পাঠ গ্রহণ করে চলেছে। এই আশ্রমে ও অরোভিলে বহু গবেষকের, শিক্ষক জগৎ মুক্তির জন্য নির্লস ভাবে কাজ করে চলে

তথ্যপঞ্জি :

- ইসলাম, নূরুল (২০১২), শিক্ষা মনোবিদ্যার রূপরেখা, শ্রীধর প্রকাশনী, ২০৩ /৪ ডি. বিধান সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৬
- ইসলাম, নূরুল (২০২১), শিক্ষা তত্ত্বের রূপরেখা, শ্রী ধর প্রকাশনী, ২০৩/৪ ডি বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬;
- গোস্বামী, চিত্তরঞ্জন (২০১৭), শ্রী অরবিন্দ ভাবনা, শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩
- ঘোষ, প্রমদারঞ্জন (২০০১), শ্রী অরবিন্দের জীবন কথা ও জীবন দর্শন,ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯/৩১ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০০০৭
- চক্রবর্তী, দিলীপ (২০০৪), শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা, কে চক্রবর্তী পাবলিকেশনস, ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০৭৩
- Joshi Kireet, Philosophy and Yoga of Sri Aurobindo and Other Essays, GDMK Publishers Distributors, New Delhi, 2003 ISBN 81-85137-94-3
- Joshi, S. (1981), Educational Rehabilitation, Madras Kulapathi Balakrishna Joshi Educational Foundation.
- Kakkar, Sudhir (1990), Identity and Adulthood, New Delhi Vikas Publishing House.